Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

ঈমানের তৃতীয়াংশ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

ঈমানের তৃতীয়াংশ

প্রথম সংস্করণ। 2 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

ইসলামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল ভাগ্য এবং মহান আল্লাহর পছন্দের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। দ্বিতীয়টি হল মহান আল্লাহর নির্দেশ, ভাল কাজের আকারে পূরণ করা এবং চূড়ান্ত দিকটি হল মহান আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকা, যাকে পাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে পাপ থেকে বিরত থাকা ইসলামের এক তৃতীয়াংশ তাই, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলিমরা বিভিন্ন ধরনের বড় পাপ এবং তাদের পরিণতিগুলি বুঝতে পারে তবেই তারা সেগুলি থেকে বিরত থাকতে পারবে এবং পরিবর্তে মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারবে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

ঈমানের তৃতীয়াংশ

পাপের প্রকারভেদ

পাপ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসাবে। সময়ের সাথে সাথে অনেক সংজ্ঞা একটি বড় পাপ ঠিক কি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে. একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল যে কোন পাপ যে শাস্তির জন্য ইসলাম ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোন পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপ উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি বড় গুনাহ। উদাহরণস্বরূপ, গীবত করা একটি বড় পাপ কারণ এটি পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

" ধিক্ প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য।"

কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে মাত্র সাতটি বড় পাপের কথা বলা হয়েছে সহীহ বুখারীতে ২৭৬৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই সাতটি বড় গুনাহ হলেও এর মানে এই নয় যে তারা মাত্র সাতটি। প্রকৃতপক্ষে , অন্যান্য হাদিস রয়েছে যাতে অন্যান্য বড় গুনাহ যেমন পিতামাতার অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে । এই হাদিসটি সহীহ বুখারি, ৬২৭৩ নম্বরে পাওয়া যায়। পূর্বে উদ্ধৃত হাদিসে ঘোষিত সাতটি বড় গুনাহ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধকে হত্যা, আর্থিক স্বার্থের লেনদেন, এতিমের সম্পদ হস্তগত করা, যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন করা এবং একজন নিরপরাধ নারীকে অভিযুক্ত করা। ব্যভিচার

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , যখন কেউ ছোটখাট পাপ করে থাকে তখন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বড় হয়ে যায়।

বড় গুনাহ শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মাফ করা হয় যেখানে বড় গুনাহ এড়িয়ে সৎ কাজ করার মাধ্যমে ছোট গুনাহগুলো মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ছোট গুনাহ দূর করে দেব..."

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। উন্নত, এবং মানুষ.

মুসলমানদের নিশ্চিত করতে হবে তারা আকার নির্বিশেষে সকল প্রকার পাপ এড়িয়ে চলে কারণ শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল সে ছোট ছোট পাপকে উপেক্ষা করতে মুসলিমদের উদ্‌বুদ্ধ করে। সব সময় মনে রাখতে হবে পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

নিচের অধ্যায়ে কয়েকটি বড় গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বহুত্ববাদ

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ হল মহান আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা। সহীহ বুখারীর ৬২৭৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি নিশ্চিত করেছেন। শিরককে বৃহত্তর এবং ছোট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। বৃহত্তর প্রকার হল যখন একজন একাধিক ঈশ্বরের উপাসনা করে। এ অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 48:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না..."

গৌণ ধরন হল যখন কেউ তাদের কর্ম প্রদর্শন করে। এটি অনেক হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া যায়। বিচার দিবসে যারা কর্ম সম্পাদন করেছে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভের নির্দেশ দেওয়া হবে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যদি শয়তান কাউকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে তবে সে তাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও

কখনও এটি এতই সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটা শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে সম্ভব, যেমন একজনের কথাবার্তা কিভাবে রক্ষা করা যায়।

ব্ল্যাক ম্যাজিক

পরবর্তী প্রধান পাপ যা কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয় তা হল জাদুবিদ্যা বা কালো জাদু। পবিত্র কুরআন যাদুবিদ্যাকে অবিশ্বাসের সাথে যুক্ত করেছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 102:

"... কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যদি না তারা বলে, "আমরা পরীক্ষা, সুতরাং আপনি [জাদু অনুশীলন করে] অবিশ্বাস করবেন না..."

কেউ কেউ এই পাপ করে এই বিশ্বাস করে যে এটি কেবল তখনই নিষিদ্ধ যখন এটি আসলে অবিশ্বাসের সাথে যুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদুবিদ্যাকে ধ্বংসাত্মক গুনাহগুলোর একটি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন যার অর্থ, যদি কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে তা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। এস আহীহ বুখারী, 2766 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে ।

এটি একটি মারাত্মক বড় পাপ কারণ যে এটি অনুশীলন করে সে বিশ্বাস করে যে এটি মহান আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করতে পারে। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর অসীম শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যা স্পষ্ট অবিশ্বাস। অতএব, মুসলমানদেরকে যে কোন মূল্যে এই মারাত্মক বড় পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

নামাজে অবহেলা করা

পরবর্তী বড় গুনাহ হল ফরজ সালাতকে অবহেলা করা। এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই..."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা এমনভাবে সালাত আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ হয়। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং বসতে না পারলে শুয়ে নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলিম তাদের নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের বাইরে নামাজ পড়ে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"...অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604- এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

" সুতরাং যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য আফসোস। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়াতে বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলিমকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তাদের ফরজ নামাজ কায়েম হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ

করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরিবারকে তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করতে হবে।

অন্য একটি বড় সমস্যা যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় তা হল তারা ফরজ নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ

পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম যারা তাদের ফরজ এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অবহেলা করা

পরবর্তী বড় গুনাহ হল ফরজ সদকা দান করতে ব্যর্থ হওয়া। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে এই পাপের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

" আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তা থেকে বিরত রাখে তারা যেন কখনই মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখন একটি সমাজের সদস্যরা বাধ্যতামূলক দানকে আটকে রাখে, মহান আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং যদি এটি পশুদের জন্য না হয় তবে তিনি বৃষ্টিপাত করতে দিতেন না। এই বড় পাপ তাই কিছু জাতির মুখোমুখি দীর্ঘ সময়ের খরার একটি সম্ভাব্য কারণ।

বাধ্যতামূলক দান না করা চরম লোভের লক্ষণ কারণ এটি একজনের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ, অর্থাৎ 2.5%। এটা স্পষ্ট যে কৃপণ আল্লাহ, মহান, মানুষ

থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা কেবল তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে না বরং এটি তাদের জীবনে আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায় যা তাদের দান করা সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিমের ৬৫৯২ নং হাদিসে স্পষ্ট করে বলেছেন, দান করলে কারো সম্পদ কমে না। এর অর্থ হল, যখন কেউ দান করে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তাদের ব্যবসার সুযোগ প্রদান করেন যার ফলে তারা দান করার চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করে। এই পরিশোধের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নিশ্চিত করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 11:

" কে এমন আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান?"

উপরন্তু, এই হাদিসটি ইঙ্গিত করতে পারে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিধান পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে পরিমাণ সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করা হবে তা কখনই পরিবর্তিত হবে না তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি যতই সম্পদ দান করুক না কেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে হবে, তাদের সম্পদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ বাধ্যতামূলক সদকা আকারে দান করে এমন একটি পুরস্কারের আশায় যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অনেক বেশি।

ফরজ রোজাকে অবহেলা করা

পরবর্তী বড় গুনাহ হল বৈধ কারণ ব্যতীত একটি ফরয রোজা বাদ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এটি এতটাই গুরুতর যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ , 2396 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন মুসলিম বৈধ ধর্মীয় কারণ ছাড়া ফরজ রোজা পূর্ণ না করে তবে তারা তা করবে না। তারা তাদের সারা জীবন প্রতিদিন উপবাস করলেও সম্পূর্ণরূপে এটি পূরণ করতে সক্ষম হবে। একটি বৈধ অজুহাতের মধ্যে এমন অসুস্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত যে কেউ যদি রোজা রাখে তবে তা তাদের আরও খারাপ করে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 184:

“ [রোজা] সীমিত সংখ্যক দিন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে, তবে অন্যান্য দিনের সমপরিমাণ সংখ্যক [কজনা করা হবে]। এবং যারা [রোজা রাখতে, কিন্তু কষ্টের সাথে] সক্ষম তাদের উপর - একজন দরিদ্রকে [প্রতিদিন] খাওয়ানোর জন্য মুক্তিপণ। আর যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে [অর্থাৎ, অতিরিক্ত] - তা তার জন্য উত্তম। তবে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।”

পবিত্র তীর্থযাত্রাকে অবহেলা করা

পরবর্তী বড় পাপটি দুর্ভাগ্যবশত আজকাল মানুষের মধ্যে বেশ সাধারণ, যথা, যখন কেউ তা করতে সক্ষম হয় তখন বাধ্যতামূলক পবিত্র তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়া। এরা এমন লোক যারা এটি সম্পাদন করতে বাধ্য এবং এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে তারা এখনও অযথা বিলম্ব করতে পারে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 97:

"... এবং [কারণে] মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য গৃহের হজ্ব - যে ব্যক্তি সেখানে একটি পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়..."

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, ৮১২ নং হাদিসে প্রাপ্ত একটি কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলমান তাদের ফরয পবিত্র হজ্জ পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা তা করতে পারে। অমুসলিম হিসেবে মরে যাও।

দুর্ভাগ্যবশত, মুসলিমরা প্রায়ই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি কতটা গুরুতর তা বুঝতে না পেরে দুর্বল অজুহাতে বিলম্ব করে।

পিতা-মাতাকে অসম্মান করা

পরবর্তী বড় পাপ হচ্ছে পিতামাতার প্রতি অসম্মান করা। পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়া মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ১৭ অধ্যায় আল ইসরা, আয়াত 23-এর মতো অনেক জায়গায় পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়াকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার পাশে রেখেছেন:

" আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আপনার সাথে থাকা অবস্থায় তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হউক, তাদের [এতটা] বলবেন না, "উফ," [1] এবং তাদের তাড়িয়ে দিও না, বরং তাদের সাথে ভালো কথা বল।"

প্রকৃতপক্ষে এই একই আয়াত মুসলমানদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে একত্রিত করেছেন। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 14:

"... আমার এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

যদিও, পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করার আদেশ দেওয়ার জন্য অসংখ্য হাদিস রয়েছে, সুনানে ইবনে মাজা, 3662 নম্বরে পাওয়া একটি মাত্র হাদিসই এর গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একজনকে উত্তর দিয়েছিলেন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তারা সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নাম ঘোষণা করে পিতা-মাতার অধিকার কী। অর্থ, কেউ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু যারা তাদের পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তারা এর কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

যদিও, পিতামাতার আনুগত্য করা, যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর অবাধ্যতার সাথে জড়িত না হয়, এটি খুব কঠিন, বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে মুসলমানদের ধৈর্য ধরে থাকার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের পিতামাতার সাথে তর্ক না করা উচিত। যদি কোন মুসলমান তাদের সাথে একমত না হয় তবে তারা সর্বদা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারে এবং এখনও করা উচিত।

সুদ - আর্থিক সুদ

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে

তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায়

এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

পরবর্তী বড় পাপ হল আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা যার পরিণতি দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই জানেন না। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি একক হাদিস, নম্বর 6519, এর গুরুত্ব নির্দেশ করে। যে ব্যক্তি পার্থিব কারণে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, মহান আল্লাহ তার রহমতের সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এটি প্রায়শই বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে তুচ্ছ পার্থিব বিষয়ের জন্য একজন মুসলিম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যদিও তারা তাদের সাথে বছরের পর বছর ধরে ভাল ব্যবহার করে। আত্মীয় মারা গেলেই মুসলমান তখন দুঃখ প্রকাশ করে যদিও এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এটি একটি অজ্ঞ মানসিকতা এবং পরিবর্তন করা উচিত। মহান আল্লাহ যদি তাদের কাছ থেকে তাঁর রহমত বন্ধ করে দেন, তাহলে কীভাবে কেউ এই দুনিয়ায় বা পরকালে সাফল্য লাভের আশা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

উপরন্তু, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি বৈশিষ্ট্য যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অভিশাপ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত হয় সে কেবল একের পর এক সমস্যার সম্মুখীন হবে যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী ছেড়ে আরও সমস্যার মুখোমুখি হবে। অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 22-23:

"সুতরাং, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করবে? [যারা তা করে] তারাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন..."

এমনকি যদি কেউ পাপী মুসলমান হয় তবে তাদের সাথে আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত অবিরতভাবে তাদের মহান আল্লাহর প্রতি তাদের অবাধ্যতা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া এবং কোনভাবেই তাদের মন্দ আচরণে সাহায্য না করা। শুধুমাত্র যখন কেউ তাদের আত্মীয়ের খারাপ আচরণের দ্বারা হুমকি বোধ করে তখনই তাদের সর্বদা তাদের এড়িয়ে চলা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 1:

"... আর আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরকে চাও এবং গর্ভ..."

অহংকার

পরবর্তী বড় পাপ হল অহংকার। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে । গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের

চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান, সৃষ্ট ও প্রদত্ত আল্লাহকে দেখে গর্ব করা বোকামি। একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

মিথ্যাচার

পরবর্তী বড় পাপ মিথ্যাচার। সহীহ বুখারির ২৬৭৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি বেআইনিভাবে হস্তগত করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে কাজ করে সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তিনি তাদের উপর ক্ষুব্ধ।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরয নামাযের মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি কেউ মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাহলেও এর ফলাফল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সাধারণত ঘটে থাকে , বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে মুসলিমরা তাদের অধিকারভুক্ত নয় এমন কিছু গ্রহণ করার জন্য আইনি আদালতে মিথ্যা দাবি করে, যেমন সম্পদ এবং সম্পত্তি। সহীহ বুখারী, 2654 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিস মিথ্যাচারকে শিরক এবং পিতামাতার অবাধ্যতার পাশে রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও তাই করেছেন। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 30:

"...সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা পরিহার করুন এবং মিথ্যা বক্তব্য পরিহার করুন।"

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস একজন ব্যক্তিকে কঠোর সতর্কবাণী দেয় যে মিথ্যা সাক্ষী হতে আন্তরিকভাবে তওবা করে না। যদি তারা তওবা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারের দিন তারা নড়বে না যতক্ষণ না

মহান আল্লাহ তাদের জাহান্নামে পাঠান। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি এমন কিছু নেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে কাজ করে যার কোনো অধিকার তাদের নেই, তাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে যদিও তারা যে জিনিসটি নিয়েছিল তা একটি গাছের ডালও হয়। এটি সহীহ মুসলিম, 353 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মিথ্যা সাক্ষী হওয়া একটি গুরুতর পাপ কারণ এতে মিথ্যা বলার মতো আরও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে পাপ করে। এই পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। মিথ্যা সাক্ষীর ভালো কাজ না করলে ভিকটিমকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিকটিমদের পাপ মিথ্যা সাক্ষীকে দেওয়া হবে। এর ফলে মিথ্যা সাক্ষীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা সাক্ষী যদি অন্য কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তারাও গুনাহ করে, যাতে পরবর্তীরা এমন কিছু নিতে পারে যার তাদের অধিকার নেই। এই মনোভাব স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে যা মুসলমানদের একে অপরকে মন্দ কাজে সাহায্য না করে বরং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মিথ্যা সাক্ষী এমন কিছু ব্যবহার করে আরও পাপ করবে যা প্রাপ্তির উপায়ের কারণে অবৈধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করে এবং তারপরে তা দান করে তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে

এবং একটি পাপ হিসাবে লিপিবদ্ধ হবে কারণ মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বৈধকে গ্রহণ করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তারা সম্পদের সাথে যা কিছু করবে তা অনুগ্রহের অনুপস্থিত এবং একটি পাপ হবে কারণ এটি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল।

সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তায় হোক বা আদালতের মামলায় শপথের অধীনে হোক সবসময় সত্য কথা বলা সকল মুসলমানের কর্তব্য। সব ধরনের মিথ্যা বলা পাপের দিকে নিয়ে যায় যা ফলস্বরূপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে মিথ্যা বলতে থাকবে তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বড় মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। বিচার দিবসে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কী ঘটতে পারে যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন তা নির্ধারণ করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মদ

পরবর্তী বড় পাপ হল মদ্যপান। সুনানে ইবনে মাজা, 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, একজন মুসলিমকে কখনই মদ সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে । এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি যেমন এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তারা তাদের শরীরের ক্ষতি করে যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 68 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া জান্নাত লাভের চাবিকাঠি । তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে একটি হাদিস পাওয়া যায়, যারা নিয়মিত মদ পান করে এমন কাউকে অভিবাদন না করার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দেয়।

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদীসে দশটি ভিন্ন কোণ থেকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এতে অ্যালকোহল নিজেই অন্তর্ভুক্ত, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

জুয়া

পরবর্তী বড় পাপ হল জুয়া খেলা। নিম্নলিখিত আয়াতে বহুদেবতার সাথে জড়িত বিষয়গুলির পাশে জুয়াকে স্থান দেওয়া হয়েছে তা এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1262 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের উচিত অন্যকে বাজি ধরার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দান করা। একটি বাজি রাখার বিষয়ে কথা বললে যদি একটি জরিমানা থাকে তবে কেউ কি বাস্তবে জুয়া খেলার গুরুতরতা কল্পনা করতে পারে?

জুয়া শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না বরং তাদের সাথে জড়িত সকলকে যেমন তাদের পরিবারকে ধ্বংস করে। এটি অন্যান্য অনেক পাপ এবং অবস্থার সাথে যুক্ত, যেমন মদ্যপান এবং বিষণ্নতা।

একজন ব্যক্তি জুয়া খেলার মাধ্যমে কিছু সম্পদ জিততে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তারা কেবল হেরে যাবে।

নিপীড়ন

পরবর্তী বড় পাপ অন্যায় ও অত্যাচার। সহীহ বুখারী, 2447 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে জুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে।

এটা এড়ানো অত্যাবশ্যক কারণ যারা নিজেদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তারা পরমদেশে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না। শুধুমাত্র যারা একটি গাইড আলো প্রদান করা হবে সফলভাবে এটি করতে সক্ষম হবে.

নিপীড়ন অনেক রূপ নিতে পারে। প্রথম প্রকার হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে। যদিও এটি মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদার উপর কোন প্রভাব ফেলে না, তবুও এটি ব্যক্তিকে উভয় জগতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4244 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যখনই কেউ পাপ করে তখন তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। তারা যত বেশি পাপ করবে ততই তাদের হৃদয় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। এটি তাদের এই পৃথিবীতে সত্য নির্দেশনা গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখবে যা শেষ পর্যন্ত পরবর্তী জগতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

পরবর্তী প্রকারের নিপীড়ন হল যখন কেউ তাদের দেহ ও অন্যান্য পার্থিব নেয়ামতের আকারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত আমানত পূরণ না করে নিজেদের উপর জুলুম করে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো নিজের বিশ্বাস। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করতে হবে। অন্য যে আশীর্বাদগুলো একজনের আছে তা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে।

নিপীড়নের চূড়ান্ত ধরন হল যখন একজন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে। অত্যাচারীর শিকার প্রথমে ক্ষমা না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ এই পাপগুলো ক্ষমা করবেন না। মানুষ অতটা দয়ালু না হওয়ায় এটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতঃপর বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে অত্যাচারীর সৎকাজ তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপের শাস্তি অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তাই অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ। একজন মুসলমানের উচিত সকল প্রকার নিপীড়ন পরিহার করা যদি তারা ইহকাল ও পরকালে পথপ্রদর্শক আলো চায়।

বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা

পরবর্তী বড় পাপ হল অবৈধ ব্যবহার করা। যখন কেউ বেআইনি কিছু ব্যবহার করে তখন এটি হয়। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেবলমাত্র হালাল জিনিসগুলির সাথেই লেনদেন করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করতে হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]।"

মিথ্যা কথা

পরবর্তী বড় পাপটি সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ বড় পাপ যা অবিরাম মিথ্যা বলা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, মিথ্যা বলা একটি অতি সাধারণ পাপ যা বর্তমানে সমাজে পাওয়া যায় যদিও পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাপটিকে বিশেষভাবে ভন্ডামির একটি দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি সহীহ বুখারী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য, তা ছোট মিথ্যাই হোক বা রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলা। প্রকৃতপক্ষে, যে মিথ্যা বলে মানুষকে হাসানোর অর্থ, তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামে আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। রসিকতা করার সময় মিথ্যা বললে অভিশাপ দেওয়া যায়, তাহলে কেউ কল্পনা করতে পারে যে কতটা গুরুতর? অন্যদের প্রতারিত করার চেষ্টা করার সময় মিথ্যা বলা?

অন্য একটি জনপ্রিয় ধরনের মিথ্যা মানুষ প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয়, যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা শিশুদের দেখায় যে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নয়।

সমস্ত মুসলমানই ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে তবুও যখন কেউ মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়। জামি আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই সকল প্রকার মিথ্যা কথা এড়িয়ে চলতে হবে, তারা কার সাথে কথা বলুক না কেন।

ঘুষ

পরবর্তী বড় পাপ হল ঘুষ। জামে আত তিরমিযী, 1337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

একটি অভিশাপ মহান আল্লাহর রহমত অপসারণ জড়িত. যখন এটি ঘটে তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী সফলতা সম্ভব নয়। ঘুষের মাধ্যমে সম্পদের মতো যা কিছু পার্থিব সাফল্য অর্জন করা হোক না কেন, যদি কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে তা উভয় জগতেই বড় কষ্ট ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, যথা, মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে ঘুষের বড় পাপ বিশ্বের সমস্ত অংশে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পার্থক্য শুধু এই যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে এবং আরও উন্নত দেশে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘুষের সাথে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে উপহার দেওয়ার জন্য, যা তাদের নয় এমন কিছু লাভ করার জন্য। শুধুমাত্র একটি ঘুষ একটি পাপ হিসাবে রেকর্ড করা হবে না যখন কেউ তাদের

নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়. এক্ষেত্রে অভিশাপ যে ঘুষ খায় তার উপর।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিমরা যদি ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রথা দূর করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই সেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হয় তখনই তা প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করবে। এই লোকেদের এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দেখেন যে তারা নিজেরাই দুর্নীতির চর্চা করে। কিন্তু যদি একটি ব্যক্তি পর্যায়ে সমাজ এই অনুশীলনগুলি প্রত্যাখ্যান করে তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না কারণ তারা জানে যে লোকেরা এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

দেখানো বন্ধ

পরবর্তী বড় পাপ হল মানুষের সামনে নিজের সৎ কাজ দেখানো। জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারীর ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা সকল ধর্মীয় ও উপকারী পার্থিব কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততা প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের স্বার্থে কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকেদের মুখোমুখি হবে। এটি ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ এবং তিক্ত হয়ে উঠবে কারণ তারা অনুভব করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়শই পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা রাগান্বিত হবেন

না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

ইসলামী জ্ঞানের অপব্যবহার

পরবর্তী বড় গুনাহ হল জাগতিক কারণে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা বা মজুদ করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি আলেমদের দেখানোর জন্য, অন্যের সাথে তর্ক করার জন্য বা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। জাহান্নামে

যদিও, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই সমস্ত কল্যাণের ভিত্তি হল জ্ঞান মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে জ্ঞান তখনই তাদের উপকৃত হবে যখন তারা প্রথমে তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করবে। অর্থ, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। অন্য সব কারণ শুধুমাত্র পুরস্কার এবং এমনকি শাস্তির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে যদি একজন মুসলিম আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয়।

বাস্তবে জ্ঞান হলো বৃষ্টির পানির মতো যা বিভিন্ন ধরনের গাছে পড়ে। ফল গাছের মতো অন্যদের উপকার করার জন্য কিছু গাছ এই জলের দ্বারা বেড়ে ওঠে। অন্যদিকে, অন্যান্য গাছ এই জল দ্বারা বেড়ে ওঠে এবং অন্যদের জন্য উপদ্রব হয়ে ওঠে। যদিও, বৃষ্টির জল উভয় ক্ষেত্রেই একই তবে ফলাফল খুব আলাদা। একইভাবে, ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জন্য একই, কিন্তু যদি কেউ ভুল উদ্দেশ্য অবলম্বন করে তবে তা তাদের ধ্বংসের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিক নিয়ত গ্রহণ করে তবে তা তাদের পরিত্রাণের উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুসলমানদের উচিত সকল বিষয়ে তাদের অভিপ্রায় সংশোধন করা কারণ তাদের এ বিষয়ে বিচার করা হবে। এটি সহীহ বুখারি, নম্বর 1-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে জাহান্নামে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হবেন একজন আলেম যিনি শুধুমাত্র অন্যদের দেখানোর জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সহীহ মুসলিমের ৪৯২৩ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সঠিক নিয়তে উপকারী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

যে ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই জ্ঞান গোপন করবে বিচারের দিন তাকে আগুনে লাগাতে হবে। জামি আত তিরমিযী, 2649 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের উপকারী জ্ঞান অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। এটা নিছক বোকামি, কারণ এটি এমন একটি সৎ কাজ যা একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরেও উপকৃত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 241 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিল তারা ইতিহাস ভুলে গিয়েছিল কিন্তু যারা তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছিল তারা মানবজাতির আলেম ও শিক্ষক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

অনুগ্রহ গণনা

পরবর্তী বড় পাপ হল অন্যদেরকে তারা যে উপকারগুলো করেছে, যেমন দাতব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। নিঃসন্দেহে এটি তাদের কৃত অনুগ্রহের পুরস্কার বাতিল করে দেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

" হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে আন নাসায়ী, 2563 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে তাদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একজন মুসলমানের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং অন্যকে সাহায্য করে, তবে তাদের উচিত তাঁর কাছে পুরস্কার চাওয়া। কিন্তু যদি তারা অন্যদেরকে তারা তাদের করা উপকারের কথা মনে করিয়ে দেয় তবে তা প্রমাণ করে যে তারা মানুষের স্বার্থে কাজ করেছে যার অর্থ, তারা মানুষের কাছ থেকে এক ধরণের ক্ষতিপূরণ চায়। যারা মানুষের কল্যাণে সৎকাজ করে তাদের বলা হবে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান লাভের জন্য হাশরের দিন, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গুপ্তচরবৃত্তি

পরের বড় গুনাহ হল অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা যাতে আল্লাহ তায়ালা গোপন করেছেন এমন দোষগুলো উদঘাটন করতে পারেন। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"... এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

সহীহ বুখারীর ৭০৪২ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কেউ অন্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করে, যেমন তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন সহজে ছেড়ে দেওয়া, তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। বিচার দিবস।

মুসলমানদের বোঝা উচিত যে, মহান আল্লাহ যদি সর্বজ্ঞাতা হন তবুও অন্যের দোষ গোপন করেন তবে সীমিত ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী মুসলমানদের তাদের দোষ এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলি উদঘাটনের উদ্দেশ্যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি উন্মোচন করে, মহান আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2546 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিবর্তে মুসলিমদের উচিত এই হাদীসের অন্য অংশের উপর আমল করা যা অন্যের দোষ গোপন করা যাতে মহান আল্লাহ তাদের দোষ গোপন করেন।

টেল বিয়ারিং

পরবর্তী বড় পাপ হল গল্প করা এবং গসিপ ছড়ানো। সহীহ মুসলিমের 290 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা ছড়ায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

এটি সেই ব্যক্তি যিনি গসিপ ছড়ান তা সত্য হোক বা না হোক এবং এটি মানুষের মধ্যে সমস্যা, ভেঙ্গে যাওয়া এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং যারা এমন আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানব শয়তান কারণ এই মানসিকতা শয়তান ছাড়া অন্য কারও নয়। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

"ধ্বংস প্রত্যেক বিদ্রূপকারী ও উপহাসকারীর জন্য।"

এই অভিশাপ যদি তাদের ঘিরে ফেলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন এবং তাদের আশীর্বাদ দান করবেন এমন আশা করা যায় কিভাবে? যখন একজন অন্যকে বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে তখনই কেবল সেই সময়ের গল্প বহন করা গ্রহণযোগ্য।

একজন মুসলমানের জন্য এটি একটি কর্তব্য যে একজন গল্প বহনকারীর প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া কারণ তারা দুষ্ট লোক যাদের বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করে দেখ, পাছে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে নাও..."

একজন মুসলিমের উচিত গল্প বাহককে এই মন্দ বৈশিষ্ট্যটি চালিয়ে যেতে নিষেধ করা এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান জানানো। পবিত্র কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, একজন মুসলমানের উচিত হবে না এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো খারাপ ইচ্ছা পোষণ করা যে তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

এই একই আয়াত মুসলমানদের শেখায় যে অন্যের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করে গল্পের বাহককে প্রমাণ বা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"...এবং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন না..."

পরিবর্তে গল্প বহনকারী উপেক্ষা করা উচিত. একজন মুসলমানের উচিত নয় যে গল্প বাহক তাদের দেওয়া তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করবেন বা গল্প বাহককে উল্লেখ করবেন না কারণ এটি তাদেরও গল্প বাহক করে তুলবে।

মুসলমানদের গল্প বহন করা এবং গল্প বহনকারীদের সঙ্গ এড়ানো উচিত কারণ তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনই আস্থা বা সাহচর্যের যোগ্য হতে পারে না।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা

পরবর্তী বড় পাপ হল ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং অবিশ্বস্ত হওয়া। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম এমনভাবে কাজ করে যেন তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"... এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতি সর্বদা [যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে]।"

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব...'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা

যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি প্রায়শই মুসলমানদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়।

একজন মুসলমানের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই রাখা উচিত যদি না একজনের কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন?

অনিয়ন্ত্রিত শোক

পরবর্তী বড় পাপ হল যখন কেউ জোরে হাহাকার করে, কাপড় ছিঁড়ে এবং কষ্টের সময়ে একই রকম কাজ করে, যেমন প্রিয়জনের মৃত্যু।

এটি প্রমাণকারী অনেক হাদিস রয়েছে যেমন সুনানে আবু দাউদ , 3128 নম্বরে পাওয়া যায়, যেখানে দুঃখের সময় কান্নাকাটিকারীকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে তারা মৃত ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেনি যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্যে তাদের জন্য বিলাপ করে। এটি আসলে একটি দ্বিগুণ পাপ কারণ তারা দুঃখের সময় বিলাপ করে যা একটি বড় পাপ কিন্তু তারা এটি অন্যদের কাছে দেখানোর জন্যও করে যা অন্য পাপ।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে কষ্টের সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয় , যেমন প্রিয়জনকে হারানো । এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ নম্বর 3126-এ পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে

স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে তারা যদি পছন্দের বিষয়ে তাদের অধৈর্যতা দেখিয়ে শব্দ উচ্চারণ করে তবে তারা শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে মহান আল্লাহ।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা । যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

প্রতিবেশীদের ক্ষতি করছে

পরবর্তী বড় পাপ অন্যায়ভাবে প্রতিবেশীর ক্ষতি করা। সহীহ বুখারী, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিবেশীদের সাথে এমনভাবে সদয় আচরণ করার জন্য তাকে উত্সাহিত করা হয়েছিল যে তিনি মনে করেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী প্রতিটি মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া সত্ত্বেও তার দায়িত্ব প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা জরুরী যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা চল্লিশ ঘরের মধ্যে বসবাস করে। প্রতিটি দিকে একজন মুসলমানের বাড়ির দিকে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং বিচার দিবসকে সংযুক্ত করেছিলেন । শুধুমাত্র এই হাদিসটিই প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়?

প্রতিবেশী দ্বারা দুর্ব্যবহার করলে একজন মুসলমানকে ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের সাথে এই ধরনের ক্ষেত্রে সদয় আচরণ করা। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। একজন ভালো প্রতিবেশী সেই যে তার ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলিমের উচিত সবসময় প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা । যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর উপর আশা হারিয়ে ফেলা

পরের বড় গুনাহ হল মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা হারিয়ে ফেলা। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 87:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা একটি ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরবর্তীতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন

কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে। তার উপর এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন। তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপসংহার

ছোট-বড় গুনাহ থেকে বাঁচতে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা উচিত। তাদেরকে অবশ্যই ছোট-বড় সকল পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে হবে এবং মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশায় ভবিষ্যতে যেকোন মূল্যে এগুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

https://ShaykhPod.com/Books

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
ছবি: https://shaykhpod.com/category/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid : https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

Shaykh Pod BLOG
Shaykh Pod BOOKS
Shaykh Pod PICS
Shaykh Pod KID
Shaykh Pod
Shaykh Pod WOMAN
Shaykh Pod URDU
Shaykh Pod LIVE
Achieve Noble Character